পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দশক পূর্তি

ফারুক হোসেন চৌধুরী

| ঢাকা , বুধবার, ০৬ জুন ২০১৮

বিজ্ঞান, প্রকৌশল আর প্রযুক্তি শিক্ষার গুরুত্ব সারাবিশ্বে সমাদৃত ও অনস্বীকার্য। একটি দেশকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে তাকে আধুনিক দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হয়। আর দক্ষ জনশক্তি গড়ার অন্যতম মাধ্যম হলো বিজ্ঞান শিক্ষা। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে কয়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন তার অন্যতম হলো পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রধানমন্ত্রীর দুরদর্শী চিন্তা, আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ার পরিকল্পনা, বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে সমতা অর্জনের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে কার্যকরি পদক্ষেপের ফসল পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

৫ জুন ছিল পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক দশক পূর্তি। দেখতে দেখতে ১০টি বছর পেরিয়ে ১১ বছরে পদার্পণ করছে এই নবীন বিশ্ববিদ্যালয়। পাবনার মতো

অবহেলিত একটি জেলার শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অতিব জরুরি ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়। গত ১০ বছরেই এ বিশ্ববিদ্যালয় পাবনা তথা সারা দেশে আলো ছড়াতে শুরু করেছে। জ্ঞান অর্জনের তীর্থ ভূমিতে পরিণত হতে চলেছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। বিজ্ঞানমুখী শিক্ষার প্রসার, সারা দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, জ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানসহ পঠন-পাঠন ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করেছে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

২০০১ সালের ১৫ জুলাই মহান জাতীয় সংসদে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প' বিল পাস হয়। আইন পাসের পর নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ২০০৮ সালে পাবনা শহর থেকে তিন কিলোমিটার পূর্বে ৩০ একর জমির উপর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ২০০৯ সালের ৫ জুন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। তারপর থেকেই হাঁটি হাঁটি পা পা করে বিশ্ববিদ্যালয়টি মেরুদ-সোজা করে দাঁড়িয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণের উপযুক্ত কর্মী তৈরি হচ্ছে এখানে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের দক্ষ কর্মী তৈরি করছে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি অনুষদে ২১টি বিভাগের অধীনে প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। রয়েছে একটি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বি.অর্ক, বিএসসি (অনার্স), বি ফার্ম (অনার্স), বিএসএস (অনার্স), বিএ (অনার্স),

বিবিএ, এমএসসি, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইএমবিএ, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি চালু আছে। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন সার্টিফিকেট কোর্স। শুরু থেকেই এখানে মানসম্মত শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পাঠদান কার্যক্রম সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। আট সেমিস্টারের সময়সীমায় প্রতি বছর দুটি সেমিস্টার। মাত্র চার বছরেই এখান থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারছে। ইতোমধ্যে চারটি ব্যাচ শিক্ষাজীবন শেষ করেছে। নেই কোন সেশনজট।

ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান ভবন শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান চর্চার উর্বর ক্ষেত্র। রয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও শেখ হাসিনা ছাত্রী হল। লাইব্রেরিতে ই-বুক ও ই-জার্নালের সুবিধা ছাড়াও যুগোপযোগী ২৫ হাজার বই আছে। কম্পিউটার ল্যাব ও বিজ্ঞানাগার সর্বশেষ প্রযুক্তি সরঞ্জাম সমৃদ্ধ। বর্তমান যুগ অনলাইন সংবাদপত্রের যুগ। তারই অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের রয়েছে 'pust news' পোর্টাল। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা শিক্ষা ক্ষেত্রে এটি নবউদ্যোগ। এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অনন্য উদাহরণ তৈরি হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অভিভাবক ছাড়াও পাঠকরা তাৎক্ষণিকভাবে বিশ^বিদ্যালয়ের সব সংবাদ জানতে পারছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে। স্বাধীনতা

চত্বর থেকে শিক্ষার্থীরা জানতে পারছে ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রয়েছে জার্নালসহ বিভিন্ন প্রকাশনা।

ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম রোস্তম আলী ও প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আনোয়ারুল ইসলামের তত্ত্বাবধায়নে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও দাফতরিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়। মাত্র ১০ বছরেই এই বিশ্ববিদ্যালয় ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’ হিসেবে গড়ে উঠেছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ১৫০ জন শিক্ষক আপ্রাণচেষ্টা করছেন শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ মানসম্মত শিক্ষা দিতে, যাতে তারা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা পায় এবং শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদেরদের যোগ্য ‘পণ্য’ করে তুলতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পাবনা তথা এ এলাকার মানুষের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হয়েছে। পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলে উন্নয়নের ছোয়া লেগেছে। স্বল্প সময়ে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয় সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকের দিনে আমাদের প্রত্যাশা এ বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিময় জ্ঞানে সমৃদ্ধ, যুগোপযোগী, দক্ষ ও মানবিকতাবোধ সম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি করে সারা বিশ্বে অনন্য গৌরব অর্জন করবে।

[লেখক : সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ দফতর, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়]

faruk_kantho@yahoo.com